<u>মূলশব্দাবলী</u>
খলিফা/
দায়িত্ব/কর্তব্য
পৃথিবী
পরিবেশ

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

13 June 2025 / 16 Zulhijjah 1446H

<u>খলিফা হিসাবে এই পৃথিবীতে আমাদের কর্তব্য</u>

الحَمْدُ لِلَّهِ أَنْشَأَ الكَوْنَ مِنْ عَدَمٍ وَعَلَى العَرْشِ اسْتَوَى، أَرْسَلَ الرُّسُلَ وَأَنْزَلَ الكُتُبَ تِبْيَانًا لِطَرِيقِ الهُدَى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُصْطَفَىٰ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَىٰ النَّهْجِ وَاقْتَفَىٰ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللهِ، ٱتَّقُوا ٱللهَ. قَالَ تَعَالَى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সম্পর্কে সজাগ থাকুন এবং তাঁর দেয়া সকল আদেশ মেনে চলে তাঁর সকল নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। আসুন আমরা দেখি আমাদের বিশ্বাসের ধরণ, আমাদের হৃদয়ের অবস্থা এবং আমাদের সৃষ্টিকর্তার সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন। আর এই প্রক্রিয়াটি আমাদের খলিফা বা এই পৃথিবীর কার্যাধিক্ষ হিসাবে আমাদের যে দায়িত্ব তার গুরুভার সম্পর্কে আমাদের সজাগ হতে পুনরুজ্জীবিত করে! আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

সম্মানিত সুধী,

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সুরা আর-রুম-এর ৪১ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ
لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

অর্থঃ ***স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে। [সূরা রুম: ৪১]***

সম্মানিত ভাইয়েরা,

১৪০০ বছরেরও আরো আগে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে এই পৃথিবীর যে ধ্বংস আমরা পর্যবেক্ষণ করতে যাচ্ছি সে সম্পর্কে সজাগ করে দিয়ে বলেছেন যে এ মানুষের আপন কর্মফল। এই আয়াতের ওজন কি আমাদের ওপর ভারী চাপ প্রয়োগ করে না? এটা কি আমাদিগকে আমাদের হাতের কাজগুলি ভাল করে পরীক্ষা করাতে বাধ্য করে না? আর আমাদের কি মনে হয় না এই যে আমাদের চারপাশে এত দুর্নীতি তা কি আমাদের কর্মের ফলেই সংঘটিত হচ্ছে না?

সম্মানিত সুধী,

আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, এই পৃথিবী এবং এর পরিবেশকে রক্ষা করা ইসলামের শিক্ষা ও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা থেকে আলাদা করা যাবে না। ভেবে দেখুন, এই পরিবর্তিত আবহাওয়া ও পরিবেশ আমাদের ইবাদত পালনে কতটা প্রভাব ফেলছে!

আপন কি জানেন যে, গত সপ্তাহে পৃথিবীর কোন কোন স্থানে মুসলমানেরা কঠিন পরিবেশ ও তীব্র খরার কারণে গবাদি পশুর সংখ্যায় বিপুল হ্রাস পাওয়ার কারণে তাদের ঈদুল আযহার কোরবানীর বলিদান করতে

পারেন নি ? ভেবে দেখেন আমাদের হজ্জ্ব ও রমযান মাসের রোজা পালনে এই তীব্র কঠিন পরিবেশের ফলাফল কতটা হবে।

আমাদের নবী করিম (সঃ) এর নিকটও অতি উষ্ণ তাপমাত্রা ও তীব্র কঠিন আবহাওয়া আমাদের ইবাদত পালনে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মতামত প্রকাশ করেছেন। একদা, তিনি জোহর নামাজের আজান দেরীতে দেওয়ার কারণ জিগ্যেস করলেন মুয়াজ্জিনকে। এবং উল্লেখ্য, এই কথাটি তিনি মুয়াজ্জিনকে তিনবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

কেবলমাত্র যখন ছায়া দেখা যায় (যখন গরম তাপমাত্রা কমতে থাকে) নবী করিম (সঃ) বলেছিলেন, " বস্তুতঃ তীব্র তাপমাত্রা দোজখের আগুনের নিঃশ্বাস -প্রশ্বাস থেকে নির্গত হয়" ।আর তাই যখন তাপমাত্রা তীব্র আকার ধারণ করে, তা কিছুটা প্রশমিত না হলে নামাজ আদায় হয় না। (আল বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আমাদের ওপর খালিফা হিসাবে দায়িত্ব পালনের ভারটা সত্যিকারের এবং আমাদেরকে হতে হবে এই পরিবর্তন ও উন্নতির দূত , ক্ষতির নয়। আজকের দিনে এই দায়িত্বের পরিধি পানি ও বিদ্যুতের সংরক্ষণ বা পুনব্যবহারের চেয়ে আরো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে দুইটির কথা আমি আপুনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

প্রথমতঃ প্রযুক্তিকে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ব্যবহার করা

আমরা আজকাল খেয়াল করে দেখেছি যে, আজকাল মানুষ আরো বেশী করে প্রযক্তির ওপর যেমন স্মার্টফোন, স্মার্ট ঘড়ি, ট্যাবলেটস এবং টিভির ওপর আরো বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এই প্রযুক্তি আমরা যোগাযোগের কাজে, তথ্য সংগ্রহের জন্য এবং আমাদের জীবনকে আরো গুছিয়ে আরামদায়কভাবে যাপন করতে ব্যবহার করে থাকি, আবার আমরা এই প্রযুক্তিকে অত্যন্ত সামান্য কাজেও ব্যবহার করে থাকি যা আমাদের জীবনে আসলে খুব কিছু উপকারে আসে না।

আমরা এই সত্য অনুধাবন করি বা না করি, ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য জ্বালানী ও প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মধ্যে আছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যা গত কয়েক বছরে সকলের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সার্ভারকে ঠাণ্ডা করার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণের পানি ও জ্বালানী সম্পদের ব্যবহার করতে হয়। তথাপি দেখা গেছে আমরা অকাতরে এর ব্যবহার করে যাচ্ছি ভাল করে এ ব্যাপারে না চিন্তা করে। অবশ্যই এটা নিশ্চিত এগুলো সবকিছুর একটা খরচ আছে এবং প্রায়শই, এর জন্য পরিবেশকেও যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়।

একজন খলিফা বা কার্যাধিক্ষ হয়ে আমাদের প্রযুক্তি ব্যবহারে আরো বেশী সজাগ সদিচ্ছা থাকতে হবে। যখনই সম্ভব, এর প্রতি আমাদের নির্ভরতা কমিয়ে আমাদের নিজেদের এ থেকে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের কতটা প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন আছে আর কতটা আমরা এ ছাড়া চলতে পারি তার একটি সঠিক মূল্যায়ন করা দরকার। সর্বোপরি, আমাদের মনে রাখতে হবে এই নিরন্তর মূল্যায়ন আমরা পেয়েছি আমাদের নবী করিম (সঃ) এর বানী থেকে। তিনি বলেছিলেন, "কারো ইসলামের পরিপূর্ণতার অংশ হলো— তার জন্য যা প্রযোজ্য নয়, তাতে না জড়ানো।" (আত-তিরমিযী)

দ্বিতীয়ত : অতিমাত্রার ভোগবাদকে পরিহার করা

অতিমাত্রার ভোগবাদ আমাদের অন্তরের একটা অসুখের মত যার বহি:প্রকাশ ঘটে ক্রমাগত কেনাকাটা, মজুত করা, ও অপচয়ের মাধ্যমে। বর্তমান বিশ্বে আমাদেরকে ক্রমাগত বলা হচ্ছে যে আমাদের আরও জিনিসের প্রয়োজন: আরও কাপড়চোপড়, আরও গ্যাজেট এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি। আমরা যতবার একটা নতুন কিছু কিনি, ততবারই আমরা ক্রমবর্ধমান জঞ্জালের পাহাড়ে নতুন কিছু যোগ করি। একটা পার্সেলের প্যাকেজিং এর জন্য কি পরিমান জিনিস লাগে শুধু সেই কথাটা একবার কল্পনা করুন তো।

মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যেন আমরা অপচয়কারী না হই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনের সুরাহ আল আরা'ফ এর ৩১ নম্বর আয়াতে বলেছেন:

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ
وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ

অর্থ: ***"হে বনী-আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাজের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও, খাও ও পান কর, কিন্তু অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না।"***

তাহলে এই ব্যাপারে আমরা কি করব? এর উত্তর পাওয়া যাবে ইসলামিক ঐতিহ্যের মধ্যেই, যুহদের চর্চার মাধ্যমে, যার অর্থ, সহজভাবে ও সচেতনতার সঙ্গে জীবনযাপন করা, সামর্থ্যের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখা, এবং বাহুল্য ও অপচয় পরিহার করা। নতুন একটা ডিভাইস বাজারে আসলেই তার পিছনে না ছুটে, আসুন পুরাতনটি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকি যা ঠিকঠাকমতোই চলছে। যেটি মেরামত করা সম্ভব, সেটিকে মেরামত করি, যদি সম্ভব হয় তাহলে পুরনো ডিভাউসটি ব্যবহার করি, এবং পরিবর্তন করি শুধু তখনই যখন তা সত্যিই দরকার।

প্রিয় সুধী,

আসুন সুবিবেচকের মত কাজ করার মাধ্যমে আল্লাহর পৃথিবীর সংরক্ষণকারী খলিফার দায়িত্ব পালনে আমরা একতাবদ্ধ হই: তার জন্য সম্পদ রক্ষা করি, প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও বেশী সচেতন হই, এবং অতিমাত্রায় ভোগবাদকে প্রতিহত করি।

সবশেষে, আসুন নবী মুহাম্মদ (স:) এর শেখানো সেই দু'আটির চর্চা করি যা মুসলিম বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত আছে, এবং যার মাধ্যমে আমাদের ধর্মের এবং আমাদের ইহকালের ও পরকালের কল্যাণ চাওয়া হয়েছেঃ

"হে আল্লাহ! আমাদের দ্বীনের কল্যাণ দান করুন, কেননা এটিই আমাদের সকল বিষয়ের রক্ষাকবচ। আমাদের দুনিয়ার জীবনের কল্যাণ দান করুন, কেননা এ দুনিয়াতেই আমাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। এবং আমাদের আখিরাতের কল্যাণ দান করুন, কেননা সেখানেই আমাদের চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন।"

আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا دِينَنا الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا، وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُنَا، وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي فِيهَا مَعَادُنَا

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার নিকট আমাদের প্রার্থনার হাত দুটি তুলি সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে, গভীর আশা নিয়ে যে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা যেন আমাদের সকল আর্জি গ্রহণ করেন। এটা সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার নিকট তাঁর বান্দার আকুতি আর তার বান্দার যত ভুল-ভ্রান্তি থাকুক না কেন, তিনি তো সর্বশ্রোতা। আমাদের এই প্রার্থনা আমাদের গাজাবাসী ভাই-বোন্দর জন্য যাঁরা নিরন্তর সেখানে কঠিন জীবনযাপন করে যাচ্ছেন। এখন এমন একটা সময় যখন মানুষের নিকট থেকে সেখানে যে কোন সাহায্য দেয়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছে তখন আমরা

সারা বিশ্বের অধিকর্তা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট আসি- তিনি একজন যিনি পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর শাসকের চেয়েও অধিক ক্ষমতার মালিক, যে কোন সেনাবাহিনীর চেয়েও শক্তিশালী, তিনি যেন গাজাবাসী ভাই-বোনদের ওপর তাঁর সাহায্যপ্রদান অব্যাহত রাখেন।

হে আল্লাহ, হে সর্বশ্রবণকারী যিনি তাঁর বান্দার প্রতিটি ফিসফিসানিও শুনে থাকেন। আমাদের আপনার ক্ষমা প্রদর্শন করুন। মূলতঃ আমরা আপনার সামান্য বান্দা যাঁরা প্রায়ই অনেককিছু ভুলে যাই এবং ভুল-ভ্রান্তি করে থাকি।আমাদের অতীতের সকল পাপ ক্ষমা করবেন এবং আমাদের ভবিষ্যতের পাপও ক্ষমা করবেন। জেনে করা পাপ এবং জানার বাইরে করা পাপ আপনি ক্ষমা করবেন। আপনি আমাদের সকল ছোট পাপ ক্ষমা করে দেবেন, বিশাল সমুদ্রের সমান পাপও ক্ষমা করে দেবেন। এবং এই সকল পাপ যেন আপনার প্রতি আমাদের ইবাদত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

হে আল্লাহ, সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, আমরা জানি আপনার রহমতপ্রাপ্ত বিশেষ দিনের বিশেষ মুহূর্তে আপনি আপনার সকল বান্দার মিনতির জবাব দেন, আমরা আপনার নিকট আন্তরিকতা ও নম্রতার সাথে অবনত হয়ে আপনার একটু করুণার জন্য মিনতি জানাই। হে সর্বত্তোম ক্ষমাশীল, পৃথিবীর সকল নিপীড়িত ভাই-বোনকে আপনি সাহায্য করুন, বিশেষ করে যারা গাজা এবং প্যালেস্টাইনে অবস্থিত আছেন।

হে আল্লাহ, হে মান্নান, তাঁদের ভার আপনি লাঘব করে দেন, সহিংসতা ও ক্ষতি থেকে আপনি তাঁদের রক্ষা করুন, অসুস্থ ও আহতদেরকে আপনি সারিয়ে তুলুন এবং ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্তকে খাদ্য দান করুন।

হে মহান আল্লাহ, হে লতিফ, হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদের এই পৃথিবী আমাদের জন্য কল্যানকর হিসাবে প্রদান করেছেন,এবং পরকালেও তাঁদের জীবন কল্যাণকর করবেন এবং তাঁদেরকে আপনার জান্নাতী ভালবাসায় ঘিরে রাখবেন এবং আপনার সাহায় ও সহযোগিতায় আপনার প্রতি তাঁদের বিশ্বাসাও দৃঢ় মজবুত করুন।

ইয়া আল্লাহ! ইয়া হে দজ্জাল, ইজ্জি ওয়াসসুলতান তাঁদের সকল ভয় ভীতিকে নির্ভীকতায়, কঠিন অবস্থাকে সহজ অবস্থায়, তাদের সকল দুশ্চিন্তাগুলিকে প্রশান্তিতে এবং সকল দুঃখগুলিকে আনন্দে পরিণত করুন। আমীন।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.